যুগান্তর

তারিখ ... 10 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

বাউফলে জেলে বসেই বেতন তুলছেন শিক্ষক

বাউফল প্রতিনিধি

বাউফলে নূরুজ্জামান মহিবুল্লাহ নামে এক স্কুলশিক্ষক স্ত্রী হত্যার দায়ে (১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত) জেলখানায় অবস্থান করেও নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করে যাচ্ছেন বলে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি উপজেলার কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাতে মহিবুল্লাহ তার স্ত্রী শারমিন আক্তার দোলাকে গলাটিপে হত্যা করে বিছানায় ফেলে রাখে। পরদিন ৩০ ডিসেম্বর সকালে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে এবং স্বামী মহিবুল্লাহকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় দোলার বাবা গোলাম মোস্তফা বাদী হয়ে মহিবুল্লাহ ও তার পিতা নূর মোহম্মদ এবং ভগ্নিপতি বশারকে আসামি করে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি পটুয়াখালী আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করলে আদালতের নির্দেশে ৫ জানুয়ারি বাউফল থানায় মামলাটি এফআইআর হিসেবে নেয়া হয়। এরপর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকেই মহিবুল্লাহকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্ত করেন। প্রায় আড়াই বছর মামলাটি চলার পর চলতি বছরের ১২ মে পটুয়াখালী সেশন জজ আবুল কাসেম মো. মোস্তফা মামলার প্রধান আসামি মহিবুল্লাহকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে অপর দুই আসামিকে বেকসুর খালাসের রায় প্রদান করেন। রায়ের পর মামলার বাদী গোলাম মোস্তফা রায়ের কপি স্কুল কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতিত এটি গ্রহণ করতে রাজি হয়নি বলে অভিযোগ করেন গোলাম মোস্তফা। নিয়মানুযায়ী রায় ঘোষণার পর অভিযুক্তের বেতন-ভাতা বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবহিত করার কথা। কিন্তু যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রায়ের কপি না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সাজাপ্রাপ্ত আসামি মহিবুল্লাহকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছেন। সর্বশেষ ৬ সেপ্টেম্বর মহিবুল্লাহর আগস্ট মাসের বেতন-ভাতায় অনুমোদন দিয়ে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পোস্টিং দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পটুয়াখালীর রূপালী ব্যাংক শাখা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি শিরিন রায়ের কপি দেয়ার গ্রহণ করতে অস্বীকার করার অভিযোগ মিথ্যা বলে জানান, মহিবুল্লাহ উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে এবং সেই আপিলের কাগজ আমার কাছে রয়েছে। তাছাড়া অফিসিয়ালি এই রায়ের বিষয়টি আমি জানি না।